খাঁচা

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

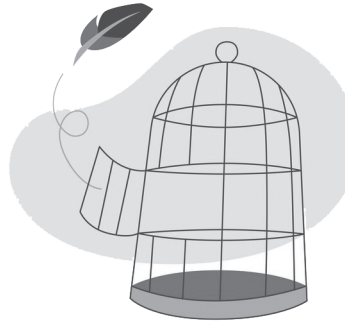

পুনশ্চ

সূচিপত্র

সাক্ষ্য	৯
কলিং বেল	৫৯

সাক্ষ্য

সৌজন্য দোতলার ব্যালকনিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের চিলড্রেন পার্কের দিকে তাকিয়ে শিশুদের হুটোপুটি দেখছিলো, আসলে উপভোগ করছিল। কিন্তু পেশায় গাইনাকোলজিস্ট সৌজন্য ব্যানার্জীর এই সুযোগ খুব কমই হয়। নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে বছরখানেক আগে জয়েন করেছে এবং অল্পদিনেই কিছু খ্যাতিও অর্জন করেছে। শিলিগুড়ির এই এলাকাটা বেশ শান্ত। সামনের বড়ো রাস্তায় চলমান যানবাহনের হর্ন আর শব্দ ছাড়া কোনো ঝামেলা নেই। বহুতল আবাসন নেই। ঝোপড়া বস্তি নেই। আশপাশের বাড়িগুলো বেশিরভাগ দোতলা বা তিনতলা। প্রত্যেকটি বাড়ির লাগোয়া ফাঁকা জমিতে ফুলফল, শাক সবজির বাগান আছে। নর্থবেঙ্গলে ট্রান্সফার হবার খবর শুনে বন্ধু বন্ধন বলেছিল, তুই শিলিগুড়িতে আমাদের বাড়িতে থাকলে খুব খুশি হব। মা-বাবা একা থাকেন, আমি এতদূরে খুব চিন্তায় থাকি। তুই থাকলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো।

ছাত্রজীবনে নর্থবেঙ্গলে ঘুরতে এসে বেশ কয়েকদফা বন্ধনদের বাড়িতে থেকে গেছে সৌজন্যরা। আঙ্কেল আন্টি খুব মাই ডিয়ার হাসিখুশি মানুষ। ওরা এলে খুব যত্ন করতেন। বন্ধনের প্রস্তাবে হাতে যেন চাঁদ পেল সৌজন্য। অজানা অচেনা জায়গায় ঘর খোঁজা, মনোমত ঘর পাওয়া সহজ নয়। সৌজন্য বলল, এ তো দারুণ প্রস্তাব রে। থাকতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে। ভাড়া নিতে হবে কিন্তু। বন্ধন প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও রাজি হয়ে গেল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় ওরা রুমমেট ছিল। এম বি বি এস করার পরে দুজনেই লন্ডনে হায়ারস্টাডি করতে গেছিল। সৌজন্য পড়া শেষ করে দেশে ফিরে এলেও, বন্ধন থেকে গেল। ওখানেই সেটল করতে চায়। ওর মা-বাবা ওর ওই সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি হননি। কিন্তু ওদের কিছু করার ছিল না বলে মানিয়ে নিয়েছেন। দেশে ফেরার পরে সৌজন্য কিছুদিন বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে থাকার পরে একবছর আগে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে। বন্ধনের বাবা-মা খুব খুশি হয়ে সৌজন্যকে থাকতে দিয়েছেন। একতলায় তিনখানা ঘর কিচেন ডাইনিং। আর

দোতলায় দুখানা ঘর কিচেন ডাইনিং আর এই প্রশস্ত সুন্দর ব্যালকনি। বাগানে আম কাঁঠাল পেঁপে পেয়ারা প্রায় সবরকম ফলের গাছ আছে। আর আছে নানারকম ফুলের টব। দেখাশোনা করে দীর্ঘদিনের পুরনো মালি মধুকাকু। ওদের কাজের লোক, রান্নার লোক সৌজন্যর কাজও করে দেয়। আন্টিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেইকারণে সৌজন্যর কোনো সমস্যাই হয়নি। নিজের বাড়িতেই আছে মনে হয়। ভালোমন্দ কিছু রান্না হলে সৌজন্যকে পাঠিয়ে দেন আন্টি। মাঝমাঝে বিশেষ বিশেষ দিনে ডিনারও একসাথে হয়। গত একবছরে সৌজন্যর মা মঞ্জরী বারদুয়েক ঘুরে গেছেন ছেলের কাছে। খুব খুশি ছেলে বেশ ভালো পরিবেশে আছে দেখে। এখানে একটাই সমস্যা। আঙ্কেল অ্যান্টির খুব ঘুরে বেড়ানোর নেশা। দু-তিনমাস অন্তর বেরিয়ে পড়েন দুজনে। কখনো কখনো একমাসের জন্যও। তখন খুব একা একা লাগে সৌজন্যর। কিন্তু সে নিজে বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ?

শিশুদের কলকাকলি শুনতে শুনতেই রাস্তার চলমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে সৌজন্য ভাবছিল বহমান নদী, চলমান জীবন সবই আসলে সময়ের স্রোতে বয়ে চলে। ভাবনার ঘোর কেটে গেল বন্যার ফোনে। হ্যালো বলার আগেই একটা বিকট শব্দে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে, একটা মোটর সাইকেল ওদের মেন গেটের সামনের ফুটপাথে জোর ধাক্কা মেরেই উল্টে গেল। একজন মহিলা দূরে ছিটকে পড়লো আর তার হাতের ব্যাগটা মেন গেটে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়লো। ভদ্রলোকের একটা পা চাপা পড়ে গেছে ভারী চাকার তলায়। সৌজন্য মোবাইলটা পাশের চেয়ারে রখে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে নিচে নেমে গেল। ততক্ষণে ভিড় জমতে শুরু করেছে। দুজন প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছেলেটার পা-টা চাকার তলা থেকে বের করতে। সৌজন্য মহিলার হাতটা ধরে পালস দেখে বলল, সেন্স নেই। আপনারা একে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে চলুন তো।

ছেলেটার পা ততক্ষণে বের করা গেছে। একজন বলল, এদের হসপিটালে নিয়ে যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে। সৌজন্য বলল, আগে ফার্স্ট-এড দিয়ে দিই। তারপরে দেখা যাবে কি করা যায়। আরেকজন বলল, ঠিক আছে, আপনি ডাক্তার, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। ভদ্রলোকের পা-টা বেশ জখম হয়েছে মনে হচ্ছে। ওকেও ভেতরে নিয়ে আসছি।

মহিলাকে ভেতরে এনে একতলার বারান্দায় সোফা-কাম-বেডে শুইয়ে দেওয়া হলো। ভদ্রলোকেরও হাঁটার ক্ষমতা নেই। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতরে এসে ভয়ার্ত গলায় সৌজন্যকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, ওর কি হয়েছে? বেঁচে আছে তো?

সৌজন্য বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেঁচে আছেন উনি। কি হয়েছে আগে দেখি ভালো করে, তারপরে বলছি। রান্নার লোক কমলা খোলা গেট দিয়ে ঢুকে ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক।

সৌজন্য বলল, কমলামাসি, চট করে আমার ফার্স্ট-এড বক্সটা নিয়ে এসো তো! কমলামাসি এসে গেছে, আপনারা এবার যান প্লিজ। ভিড়টা কমানো দরকার।

ওরা বেরিয়ে গেলে সৌজন্য জিজ্ঞেস করল, আপনার স্ত্রী তো? প্রেগন্যান্ট!

ভদ্রলোক বলল, হ্যাঁ স্যার, চারমাস।

—একে মোটর-সাইকেলে নিয়ে বেরিয়েছেন কেন?

—পরে সবকথা বলছি। এখন ...

—উনি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। একটা ইনজেকশন দিয়েছি, শিগগির জ্ঞান ফিরে আসবে। চিন্তা নেই। কিন্তু আপনার পায়ের যা অবস্থা এক্ষুনি হসপিটালে যেতে হবে। আপনার মিসেসেরও ইউ এস জি করতে হবে বেবির কনডিশন জানার জন্য।

ভদ্রলোকের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল, আপনি তো ডাক্তার, আপনিই দেখুন প্লিজ। হসপিটালে যাওয়া মুশকিল আছে।

অবাক হয়ে তাকালো সৌজন্য, মানে?

চোখ মেললো মহিলা, নিচুস্বরে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলো, আমি কোথায়? আমীর আমীর—

ভদ্রলোক উঁচুস্বরে বলল, এইতো আমি এখানে। তুমি ঠিক আছো?

ক্ষীণস্বরে উত্তর এল, হ্যাঁ ভালো আছি।

সৌজন্য বলল, এবার বলুন আপনাদের হসপিটালে যাবার কি সমস্যা?

মহিলা ধীরে ধীরে উঠে বসলো। তারপরে বলল, আমাদের খুব বিপদ ভাইসাব। ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। আমাদের বাঁচতে দেবে না।

সৌজন্যর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ক্রিমিনাল কেস নাকি কে জানে?

আমীর বলল, স্যার আমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের অপরাধ, আমরা একটা গ্যাং-রেপ দেখে ফেলেছিলাম। অপরাধীরা ধরাও পড়ে গেছে। কোর্ট কেস চলছে। আমরা দুজনে রেপড মহিলাকে রেসকিউ করার জন্য পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। এটাই আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে। লাইভ উইটনেস হওয়ায়